তারিখ ... JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইনকিলাব

ঢাবি ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা : ছাত্রদল নেতাকর্মীদের পুলিশ ও ছাত্রলীগের ধাওয়া

ককটেল বিস্ফোরণে রিকশাচালক আহত মামলা দায়ের

□ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে এসে পুলিশ ও ছাত্রলীগের ধাওয়ার শিকার হয়েছেন ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা। গতকাল (মঙ্গলবার) নীলক্ষেত মোড় দিয়ে মিছিল নিয়ে স্যার এ এফ রহমান হল পর্যন্ত আসলে ধাওয়ার কারণে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারেনি ছাত্রদল। এদিকে ছাত্রদলকে ধাওয়া দেওয়ার পর থেকেই ক্যাম্পাস ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় ২৮টি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। এতে চানখারপুলে আহত হন এক রিকশাচালক। এ ঘটনায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল পরস্পরকে দায়ী করেছে। এছাড়া গত সোমবার ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় ছাত্রদলের ৪৪ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে ২টি মামলা করেছে ছাত্রলীগ।

এদিকে, ছাত্রলীগ ও পুলিশের বাধা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে বারবার ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা বিফল হচ্ছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। তারা বলেন, ক্যাম্পাসের ভেতরে ছাত্রদল পৃঃ ১২ ক ঃ ৬

ঢাবি ক্যাম্পাসে প্রবেশের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মীদের দেখলেই মারধর করছে ছাত্রলীগ। পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সামনে এই ধরনের ঘটনা ঘটলেও তারা নিরব ভূমিকা পালন করছেন। কখনও কখনও পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরও তাদের সহযোগিতা করছে বলে ছাত্রদল কর্মীরা অভিযোগ করেছেন।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল প্রবেশ নিয়ে গতকালও দিনভর ক্যাম্পাসজুড়ে ছিল উত্তেজনা। ছাত্রলীগ কর্মীরা ভোর থেকেই সশস্ত্র অবস্থায় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে মহড়া দিতে থাকে। যে কোন মূল্যে ছাত্রদলের ক্যাম্পাসে প্রবেশ ঠেকানো ও সহাবস্থান তৈরিতে বাধা দেওয়া ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশ বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে গতকাল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে এসে পুলিশ-ছাত্রলীগের ধাওয়ার শিকার হতে হয়েছে ছাত্রদল সভাপতি-সহ সভাপতির নেতৃত্বে আসা নেতাকর্মীদের। সকালে নীলক্ষেত মোড় দিয়ে সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মহিদুল হাসান হিরু ও সহ-সভাপতি সাদিউল কবির নিরবের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করে। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে স্যার এ এফ রহমান হল পর্যন্ত আসলে পুলিশ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ধাওয়া করে। ছাত্রদলকে ধাওয়া দেওয়ার পর থেকেই দিনের বিভিন্ন সময় ক্যাম্পাস ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে মুহুর্মুহু ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে পলাশী মোড়, নীলক্ষেত ও চানখারপুল এলাকায় অন্তত ২৮টি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় ছাত্রলীগ দায়ি করেছে ছাত্রদলকে। তবে ছাত্রদলের অভিযোগ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরাই ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

সকালে পলাশী মোড়ে ৩টি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। প্রায় একই সময়ে নীলক্ষেত মোড়ের কাছে পরপর দশটি হাতবোমা ফাটানো হয়। পুলিশের রমনা বিভাগের উপ কমিশনার নুরুল ইসলাম জানান, বিস্ফোরণের ঠিক আগে ছাত্রদলের একটি ঝটিকা মিছিল ওই এলাকা দিয়ে যায়। এরপর সাড়ে ১০টার দিকে নীলক্ষেত মোড়ে আরো দুটি হাতবোমা ফাটানো হয়। এদিকে চানখারপুল এলাকায় কাছাকাছি সময়ে পরপর ৫/৬টি হাতবোমা ফাটানো হয়। বোমায় রফিউল (২২) নামে এক রিকশাচালক সামান্য আহত হন বলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক মো. বাচ্চু মিয়া জানান। দুপুর ১টার দিকে শাহবাগ মোড়েও একটি হাতবোমা ফাটানো হয়। ছাত্রদলের ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অসহযোগিতামূলক আচরণের প্রতি তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও দলটির নেতৃবৃন্দ। তারা এটিকে ফ্যাসিবাদি কায়দায় গণতন্ত্রকে হত্যার শামিল বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের উশৃংখল আচরণেরও প্রতিবাদ জানান তারা।

দুই মামলা: গত সোমবার ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রলীগ কর্মী শাহবাগ থানায় দুটি মামলা করেছেন, যাতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ ৪৪ জনের নাম উলেখ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতবোমা বিস্ফোরণ ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দুটি মামলা করেছেন এক ছাত্রলীগ কর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলের শিক্ষার্থী মো. কামাল হোসেন মঙ্গলবার দুপুরে শাহবাগ থানায় মামলা দুটি করেন। শাহবাগ থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম জানান, মামলায় ছাত্রদলের ৪৪ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় আরো ৫০/৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আসামিদের মধ্যে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, সহ সভাপতি বজলুল করিম আবেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক নাসির, ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মহিদুল হাসান হিরু, সহ সভাপতি সাদিউল কবির নিরব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ নাসিরউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মিনহাজ হক ভূঁইয়াসহ ৪৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।